ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 111 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১১১ ● কলকাতা ● ১১ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● শনিবার ● ২৫ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটের মুখে হিঙ্গলগঞ্জ থানার ওসি-কে সাসপেন্ডের নির্দেশ কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অবিলম্বে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কী কারণে এই সাসপেনশন, তা নির্দেশিকায় স্পষ্ট নয়। তবে কমিশন সূত্রে খবর, কর্তব্যে গাফিলতির কারণেই এই নির্দেশ।নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে আমলা এবং আইপিএস পদে বদল করছে কমিশন। ভোট ঘোষণার দিন মধ্যরাত থেকে এই পর্ব শুরু হয়েছিল। রাজ্যের বেশ কয়েক জন আমলা এবং পুলিশ আধিকারিককে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করেছিল কমিশন। এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। কমিশন স্পষ্ট জানায়, যাঁদের অপসারণ করা হচ্ছে, তাঁদের এ রাজ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজে আপাতত আর নিয়োগ করা

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 269

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যেমন খাওয়া শরীরের আবশ্যকতা, ঠিক সেইভাবে কামবৃত্তিও শরীরের আবশ্যকতা। কাম বাসনাকে দমন করা উচিত নয়। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ করা হয় বীর্য্য-নিয়ন্ত্রণ।

বাস্তবিকভাবে বীর্য্য তো প্রাকৃতিকভাবে নির্মাণ হয়। তা ভিতরে থাকতে পারে না। বেশী হলে কোন না কোন রূপে বাইরে আসবেই।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বারুইপুরের সভা থেকে হুঙ্কার মোদির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জোরকদমে চলছে দ্বিতীয় দফার প্রচারপর্ব। শুক্রবারের সকালটা স্নিগ্ধ গঙ্গাবিহার দিয়ে শুরু হলেও বেলা গড়াতেই বঙ্গভোটের হাইভোল্টেজ প্রচারে নেমে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির পর সোজা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে টংতলা মাঠের জনসভা থেকে নির্বাচনী প্রচারে রীতিমতো হুঙ্কার শোনা গেল মোদির গলায়।প্রথম দফা ভোট শেষ হতে না হতেই প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, 'প্রথম দফার ভোটে তৃণমূল খাতা খুলতে পারেনি। দ্বিতীয় দফায় আবার রেকর্ড করবে বাংলা। বিজেপির জয় মানেই বাংলায় উন্নয়ন হবে।' এ দিন বারুইপুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, যাদবপুরে তৃণমূলের সিন্ডিকেটরাজ চলছে। ১৫ বছরের সরকারই বাংলার পরিচিতিকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে বলে দাবি করেন নমো।প্রচার মঞ্চ থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অরাজকতা' নিয়ে সরব মোদি। পালটা মমতার জবাব, "ছাত্ররা প্রতিবাদে সরব হওয়া মানে অরাজকতা নয়। যাদবপুরে ছাত্ররা মেধার ভিত্তিতে ডিগ্রি নিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এটা অরাজকতা নয়। এভাবে আপনি বাংলাকে অপমান করতে পারেন না।"

মোদি বলেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে দেশবিরোধী স্লোগান লেখা হচ্ছে। পড়াশোনার বদলে ছাত্রদের রাস্তায় আন্দোলন করতে বাধ্য করা হচ্ছে । এখানে অরাজকতার বদলে পড়াশোনার পরিবেশ তৈরি করতে চাই।"

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বজোড়া খ্যাতির তকমা স্মরণ করিয়ে মোদি বলেন, "গোটা বিশ্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সম্মানের সঙ্গে নেওয়া হত। এই ক্যাম্পাসের ভিত্তিই ছিল জাতীয়তাবাদ। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি দেখুন, ক্যাম্পাসের ভিতরে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। দেওয়ালে দেশবিরোধী স্লোগান লেখা হচ্ছে। পড়াশোনার বদলে ছাত্রদের রাস্তায় আন্দোলন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এখানে অরাজকতার বদলে পড়াশোনার পরিবেশ তৈরি করতে চাই। হুমকির বদলে সহমর্মিতা চাই।" যাদবপুরের প্রসঙ্গে টেনে তৃণমূল সরকারকে বিঁধে তীব্র সমালোচনা করেন মোদি। তিনি বলেন, "যে সরকার নিজের রাজ্যের সবচেয়ে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করতে পারে না, তারা বাংলার তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে কী করে রক্ষা করবে?"

তৃণমূল নেত্রীর আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "বলছে ওখানে নাকি নৈরাজ্য চলছে। আমি মনে করি ছাত্র-যুবদের প্রতিবাদ করা উচিত।"

হাওড়ার সভা থেকে মোদির যাদবপুর প্রসঙ্গ টেনে পালটা জবাব দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেত্রীর আক্রমণ শানিয়ে বলেন, " যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গর্ব। আমাদের যুবক-যুবতীরা আমাদের গর্ব। যাদবপুর দেশের এক নম্বরে। বলছে ওখানে নাকি নৈরাজ্য চলছে। আমি মনে করি ছাত্র-যুবদের প্রতিবাদ করা উচিত।"

আইপ্যাক মামলায় বিশেষ পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপ্যাক মামলাকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য ও কেন্দ্রের আইনজীবীদের লড়াইয়ে তুঙ্গে উঠল রাজনৈতিক পারদ। একদিকে রাজ্যের পক্ষ থেকে আদালতের অপব্যবহার ও রাজনৈতিক প্রচারের অস্ত্র হিসেবে

ব্যবহারের অভিযোগ তোলা হয়েছে, অন্যদিকে ইডির পাল্টা দাবি, বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।তুষার মেহতা এদিন আদালতে অভিযোগ করেন, গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করার পর পুলিশ 'অনধিকার

এরপর ৩ পাতায়

এসআইআর-এর অত্যাচারের জবাবেই ৯৩ শতাংশ ভোট, যেখানে আশা করিনি সেখানেও জিতব:মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে প্রথম দফায় ৯২ শতাংশের বেশি ভোট পড়াকে পরিবর্তনের ইঙ্গিত বলে দাবি করছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহরা দাবি করেছেন, প্রথম দফার ভোটেই বিজেপি-র আসন সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যাবে।

যদিও এ দিন পাল্টা এ দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন, 'বিপুল হারে ভোট দিয়ে আসলে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে মানুষ। এ দিন নরেন্দ্র মোদিকে জবাব দিয়ে হাওড়ার সভা থেকে তৃণমূলনেত্রী বলেন, ৯৩ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে এসআইআর-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সেই ভোট আপনার পক্ষে যাবে না। মানুষের পক্ষে গিয়েছে, তৃণমূলের পক্ষে গিয়েছে। যেখানে আশা করিনি, সেখানেও জিতব।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছিলেন, প্রথম দফায় যে জেলাগুলিতে ভোট হয়েছে, তার মধ্যে একাধিক জেলায় খাতাই খুলতে পারবে না তৃণমূল। এ দিন প্রধানমন্ত্রীর এই দাবিরও জবাব দিয়েছেন মমতা।

নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে এ দিন মিছিল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এত গর্জন বাংলায় এসে করছেন যেন মনে হচ্ছে সব সিটে আপনি জিতে গেছেন। ঘেচু ! আলিপুরদুয়ারে গোল্লা, কোচবিহারে গোল্লা, উত্তর দিনাজপুরে গোল্লা, দক্ষিণ দিনাজপুরে গোল্লা, মালদহে গোল্লা, মুর্শিদাবাদে গোল্লা। ফল বেরোলে মিলিয়ে নেবেন। এত গর্জন করছেন না, এই গর্জনের কী ফল হয় আপনাকে আমরা আগেও দেখিয়েছি।'

(২ পাতার পর)

আইপ্যাক মামলায় বিশেষ পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

প্রবেশের' পাল্টা মামলা করে তদন্তে বাধা দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' হিসেবে দেখতে নারাজ তিনি। ফলে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এই ঘটনার তদন্তভার সরাসরি সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী, ডিজিপি ও পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতের নজরদারিতে তদন্তের দাবি জানান তিনি। এদিন শুনানিতে নাম না করে রাজীব কুমারকেও নিশানা করেন তুষার মেহতা। তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এটি একজন নাগরিক হিসেবে খুবই উদ্বেগ এবং লজ্জাজনক।'আইনের শাসন কীভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে তা তুলে ধরার কথা জানান কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তথা ইডির আইনজীবী তুষার মেহতা।

এর পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট সতর্ক করে বলেছে, 'সাংবিধানিক ব্যর্থতা' বা 'শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার' দাবি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে, যার অর্থ রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা। আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সংস্থার অফিসে তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঢুকে পড়া একেবারেই কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেছে শীর্ষ আদালত। বুধবার আদালত বলেছে, এভাবে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করা যায় না। গত জানুয়ারিতে আইপ্যাকের প্রধান প্রতীক জৈনের বাসভবন এবং সেক্টর ফাইভের দফতরে তল্লাশি চালায় ইডি। সেই সময় সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতে সবুজ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। সেই ঘটনা থেকেই মামলার সূত্রপাত।

শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়া বলেন, 'আপনারা আইনের শাসন লঙ্ঘন নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে যুক্তি দিচ্ছেন। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। আমরা আশা করি, আপনারা সাংবিধানিক কাঠামোর পতনের দিকে ইঙ্গিত করছেন না, কারণ এটি অত্যন্ত বড় উদ্বেগের বিষয়।' জবাবে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বলেন, 'এটা আরও বড় উদ্বেগের বিষয়।' পাল্টা বিচারপতি বলেন, 'আমরা আশা করছি আপনি সেদিকে ইঙ্গিত করছেন না।' অন্যদিকে সরকারি আইনজীবী বলেন, 'ইডি কখনোই এই যুক্তি দিতে পারে না। আমি সেভাবেই এর উত্তর দেব। এবং আমি কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই আছি। কারণ এই অবস্থান বহু বছর ধরেই রয়েছে।' এরপরেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বলেন, 'কোনও পরামর্শ নয়। এই বিতর্কের প্রেক্ষাপটেই আমরা এই প্রশ্ন রাখছি।'

(১ম পাতার পর)

ভোটের মুখে হিঙ্গলগঞ্জ থানার ওসি-কে সাসপেন্ডের নির্দেশ কমিশনের

যাবে না। বৃহস্পতিবার রাতে কমিশনের তরফে হিঙ্গলগঞ্জ থানার ওসি-কে সাসপেন্ড করার নির্দেশিকা জারি করা হয়। রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে কমিশনের নির্দেশ মতো পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। তাঁর জায়গায় অবিলম্বে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। শুধু সাসপেনশন নয়, সন্দীপের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ঘটনাচক্রে, শুক্রবারই হিঙ্গলগঞ্জে জনসভা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। তাঁর এই নির্বাচনী প্রচারের আগে হিঙ্গলগঞ্জের থানার ওসি-কে সরিয়ে দিল কমিশন।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফা অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল এই হিঙ্গলগঞ্জে ভোট রয়েছে। তার আগে সন্দীপকে সাসপেন্ড করার ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়েছে। কেন ভোটের মুখে হিঙ্গলগঞ্জ থানার ওসি-কে সরাল কমিশন? মনে করা হচ্ছে, ভোটের সময় ওই কেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা আরও আঁটোসাঁটো করতে, নজরদারি বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত।

"ন্যায়বিচার আমি পাবই..", দাবি অভয়ার মায়ের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে অভয়ার মায়ের সমর্থনে প্রচারে এদিন পানিহাটিতে প্রচার সভায় ছিলেন তিনি। মোদির বক্তব্যের পর এবার নিজ প্রতিক্রিয়া দিলেন অভয়ার মা, পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ। এদিন পানিহাটিতে অভয়ার মায়ের সমর্থনে প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "যেই মা, নিজের মেয়েকে চিকিৎসক বানিয়েছেন, আর যার মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজ। বিজেপি ওই মাকে আশার পথ দেখিয়েছেন। যখন বাংলার মেয়েরা ন্যায় চায়, তখন তৃণমূলের নির্মম সরকার, কন্যাদের একটাই কথা বলেন, ধর্ষণ থেকে বাঁচতে হবে। প্রাণে বাঁচতে হবে। তাই ঘর থেকে বাইরেই বেরিও না। বিজেপি কন্যাদের স্বপ্নকে দুমড়ে মুচড়ে

এরপর ৪ পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর যাদবপুর-মন্তব্যের সমালোচনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা হচ্ছে না। রাজ্যের অন্যতম এবং নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা করতে পারছে না রাজ্য সরকার। শুক্রবার বারুইপুরে রাজনৈতিক সভা থেকে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে সঙ্গে এর বিরোধিতা করে জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, "এতটা নীচে নামতে পারেন?" মুখ্যমন্ত্রী এ-ও জানান, প্রধানমন্ত্রী এমন মন্তব্য করে মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরই অপমান করলেন। আর ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা মানেই সেটা অরাজকতা নয়।প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করেছে যাদবপুরের অবিজেপি ছাত্র সংগঠনগুলি। পড়ুয়াদের সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী ফ্রন্টের তরফে আদিত্য বলেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও ডানপন্থী দলের ছাত্র সংগঠন কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারেনি। সেই হতাশা থেকেই প্রধানমন্ত্রী এই সব মন্তব্য করেছেন বলেই আমরা মনে হয়।" 'উই দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট' (ডব্লুটিআই)-এর তরফে জিম্মি বলেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ভয় না পেয়ে শিরদাঁড়া সোজা রেখে চলতে পারে। আমাদের এই ভয় না পাওয়াকেই প্রধানমন্ত্রী বোধহয় ভয় পাচ্ছেন।"মোদীর মন্তব্যের সমালোচনায় শুক্রবার সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ পোস্ট করেন

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

রাতের শহরে নজরদারিতে আইপিএস অফিসাররা,

প্রথম দফার ভোট হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দফার ভোট এখনও বাকি। সেখানেও আছে ১৪২টি আসন। যা হবে আগামী ২৯ এপ্রিল। এই আবহে কলকাতা শহরের আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখা এখন লালবাজারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ কলকাতার বুকে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য এবার কড়াকড়ির পথে হাঁটতে চলেছে লালবাজার।এছাড়া বেআইনি অস্ত্র, নগদ টাকা বা মাদক পাচার ঠেকাতেও এই অভিযান বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। বিধানসভা নির্বাচনের সময় গুজব রটানো অথবা ভুয়ো খবর ছড়ানো ঠেকাতেও সক্রিয় রয়েছে সাইবার সেল। সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ালে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। লালবাজার সূত্রে খবর, শহরকে শান্ত ও নিরাপদ রাখতে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, সেটাই প্রধান লক্ষ্য। কলকাতায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে।তাই এবার আরও বাড়ানো হচ্ছে নজরদারি। একইসঙ্গে জোরদার করা হচ্ছে নিরাপত্তা। বিশেষ করে রাতের শহরে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য একাধিক কৌশল নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। এবার থেকে রাতের নাকা তল্লাশিতে সরাসরি থাকছেন আইপিএস অফিসাররা।

এদিকে প্রথম দফার ভোট ভালভাবেই মিটেছে। তার উপর নির্বাচন কমিশনের খাঁড়া রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভোটের সময় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে পুলিশের চাকরি পর্যন্ত যেতে পারে। এই কথা সংবাদমাধ্যমে শোনার পর থেকেই ব্যাপক আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা করছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, শহরের নানা গুরুত্বপূর্ণ মোড়, প্রবেশ ও প্রস্থান পথ এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে রাতভর নাকা চেকিং চলছে। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ চেকপোস্টে দু'জন করে আইপিএস অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যাতে নজরদারি আরও নিশ্ছিদ্র করা যায়। পুলিশ কর্তাদের সরাসরি উপস্থিতি পুলিশের নিচুতলার কর্মীদের কাজেও গতি আনছে বলে মত প্রশাসনের।

অন্যদিকে শহর জুড়ে বাড়ানো হয়েছে পেট্রোলিং। র‍্যাফ, কুইক রেসপন্স টিম এবং বিশেষ বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। রাতের টহলদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তি। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। লালবাজারের কন্ট্রোল রুম থেকে ২৪ ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে। সন্দেহজনক কিছু নজরে এলেই দ্রুত পদক্ষেপ করছে পুলিশ। শহরে বাইরের লোকজনের অবাধ যাতায়াত রুখতে নানা জায়গায় যানবাহন তল্লাশি বাড়ানো হয়েছে। সন্দেহভাজন গাড়ি থামিয়ে কাগজপত্র দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে তল্লাশি করা হচ্ছে।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(একাদশতম পর্ব)

ইসরাইল ও তখন বৈদিক সংস্কৃতির সুরে নামকরণকৃত হয়েছিল ।

যযাতির তিনজন পুত্র বর্তমান ভারতের বাইরে যে দুটি রাজ্য পেয়েছিল সেগুলো হল তুর্কি এবং তুর্বাসা । যবনরা পেয়েছিল তুর্কি এবং তুর্বাসা পেয়েছিল ফার্সিয়া ইত্যাদি । মহাভারত অনুসারে (আদিপর্ব ৮৫.৩৪) তুর্বাসা দুর্যোধনের হয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিল । অপরদিকে অনু পেয়েছিল গ্রীক এবং ইতালী । পরশুরামের বংশদূতরাও একসময় মিশরের রাজা ছিলেন । পরশুরাম ও যদু বংশজাত যাদের কিছু ইউরোপ এবং

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

"ন্যায়বিচার আমি পাবই..", দাবি অভয়ার মায়ের

যেতে দেবে না। ৪ মে, বিজেপির সরকার তৈরির পর, ওনার উপর হওয়া প্রতিটা অন্যায় এবং অত্যাচারের ফাইল খোলা হবে। আর এটা মোদির গ্যারান্টি।"পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ বলেন, "আমাকে বলেছেন (প্রধানমন্ত্রী মোদি), আপনি খুব সাহস দেখিয়েছেন, তখন আমি বলেছি মেয়ের ন্যায়বিচার চাই। এবং মেয়ের নাম প্রকাশ্যে আনতে চাই। মুখ দেখাতে চাই, আমার মাথায় হাত রেখেছেন। আমরা কোনও অন্যায় করিনি, আমার মেয়েও কোনও অন্যায় করেনি। ন্যায়বিচার আমি পাবই। প্রত্যেকটা মা-বাবার সঙ্গে যেটা ঘটে, আমাদের রাজ্যে, সবাই খুব কষ্ট পায়, কেউ মন থেকে প্রতিবাদ করতে বাইরে বের হতে পারে না। সাহসটা পায় না। কিন্তু আমার সাহস ছিল আমার মেয়ে। তাঁকে হারিয়ে সাহসটা আমি কোথাও হারাতে পারিনি। তাঁকে হাসপাতালে যেভাবে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে, তাঁর পরে যারা আমাকে এইসব কুৎসা করছে, তাঁদের আমি মানুষ বলে গণ্য করি না। মনুষ্যত্ব নেই, তাঁদের মনুষ্যত্ব বিসর্জন হয়ে গিয়েছে, আগেই।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

হরপ্পা সভ্যতার মাতৃকা। ঊষা?

যদি ভয়াভয় মূর্তিতত্ত্বে প্রতিরোধের আদর্শ থাকে, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সঙ্ঘর্ষর প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। হরপ্পা সভ্যতা দ্রাবিড়ভাষী ছিল, আস্কো পার্পোলা-সহ অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে আসছে অতিরিক্ত আরও ১০ পুলিশ পর্যবেক্ষক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথম দফায় শান্তিপূর্ণ ভোট দেখেছে রাজ্যবাসী। আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট রয়েছে। কলকাতা-সহ একাধিক 'হেভিওয়েট' আসনে ভোট হবে। দ্বিতীয়দফাতেও ভোট যাতে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হয়, সেই লক্ষ্যেই এবার আরও কড়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। অতিরিক্ত আরও ১০ জন পুলিশ পর্যবেক্ষককে বাংলায় পাঠানো হচ্ছে বলে কমিশন সূত্রে খবর।বলে রাখা প্রয়োজন, এবার দ্বিতীয়দফাতেও নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখছে কমিশন। জানা গিয়েছে, দ্বিতীয়দফাতেও ২৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে। আর তাই শনিবার রাতের মধ্যে প্রথম দফায় দায়িত্বে থাকা আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের দ্বিতীয় দফার এলাকায় পৌঁছনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ভোট সামলাতে শুধু কলকাতায় থাকবে ২৭৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। অর্থাৎ ভোটের আগে ও ভোটের দিন শহরের প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্র তথা বুথ ও রাস্তায় থাকছে প্রায় ২২ হাজার আধা সামরিক বাহিনী। এছাড়াও প্রায় ১০ হাজার পুলিশ নামছে রাস্তায়। এদিকে, ভোটের সময় যাতে শহরে কোথাও ট্রাবল মঙ্গার বা দাগি দুষ্কৃতীরা গোলমাল করতে না পারে, সেজন্য তালিকা ধরে চলছে তল্লাশি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু এরপরেও কোথাও কোনও খামতি রাখতে চাইছে না লালবাজার।

শুধু তাই নয়, শনিবার রাতের মধ্যেই প্রথমদফার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দ্বিতীয় দফার এলাকায় পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে এবার প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ ২৯৪টি আসনেই একজন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে কমিশন। শুধু তাই নয়, প্রথম দফায় ১৫২ টি কেন্দ্রের জন্য ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে কমিশন। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় বেশিরভাগটাই ভোট রয়েছে শহরাঞ্চলে। আর তাই আরও পুলিশ পর্যবেক্ষক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। জানা যাচ্ছে, ভিন রাজ্য থেকে আরও ১০ জন অতিরিক্ত বাহিনীকে নিয়ে আসা হচ্ছে। কমিশন সূত্রে খবর, খুব দ্রুত তাঁদের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েতী রাজ দিবস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রতি বছর ২৪ এপ্রিল ভারতজুড়ে রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েতী রাজ দিবস পালিত হয়। ১৯৯৩ সালের এই দিনে ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করেছিল। বর্তমানে ভারতে ২.৫ লক্ষেরও বেশি পঞ্চায়েত এবং প্রায় ২৪.০৪ লক্ষ নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন, যার মধ্যে রেকর্ড ৪৯.৭৫% মহিলা। eGramSwaraj এবং SVAMITVA-র মতো ডিজিটাল উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৬ সালের এই দিনে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে 'পঞ্চায়েত অ্যাডভান্সমেন্ট ইনডেক্স (PAI) – ২.০' এবং গ্রামীণ ঐতিহ্যের ওপর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা উন্মোচন করা হয়েছে।

মূল তথ্যাবলি (Key Takeaways)

* *নারীর ক্ষমতায়ন:* নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রায় অর্ধেকই (৪৯.৭৫%) নারী, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনের পরিচয় দেয়।

* *আর্থিক সক্ষমতা:* ১৬শ অর্থ কমিশনের (২০২৬-৩১) অধীনে পঞ্চায়েতগুলির জন্য প্রায় ৪.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

* *ডিজিটাল রূপান্তর:* ৯৫%-এর বেশি গ্রামে 3G/4G সংযোগ পৌঁছেছে; eGramSwaraj-এর মাধ্যমে ৫৩,৩৪২ কোটি টাকা সরাসরি হস্তান্তরিত হয়েছে।

* *SVAMITVA স্কিম:* ১১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ৩.২৯ লক্ষ গ্রামে ড্রোন সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩.১০ কোটি প্রপার্টি কার্ড তৈরি করা হয়েছে।

পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার কাঠামো

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে এই ব্যবস্থাটি একটি ত্রি-স্তরীয় কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়:

১. *গ্রাম পঞ্চায়েত (GP):* গ্রাম-স্তরে মৌলিক পরিষেবা (জল, আলো, রাস্তা) প্রদান করে।

২. *ব্লক পঞ্চায়েত (BP):* একাধিক গ্রামের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সমন্বয় করে।

৩. *জেলা পঞ্চায়েত (DP):* জেলা-স্তরে পরিকল্পনা ও সম্পদ বরাদ্দের তদারকি করে।

গ্রাম সভা: এটি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ভিত্তি। গ্রামের সকল নিবন্ধিত ভোটার এই সভার সদস্য। এটি উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার সর্বোচ্চ প্ল্যাটফর্ম।

প্রধান প্রধান ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত উদ্যোগ

SabhaSaar: AI-চালিত এই টুলটি গ্রাম সভার অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সভার কার্যবিবরণী (Minutes) তৈরি করে। এটি ২৩টি আঞ্চলিক ভাষা সমর্থন করে।

eGramSwaraj: পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদ ট্র্যাকিংয়ের একক প্ল্যাটফর্ম। এটি PFMS-এর সাথে যুক্ত।

Gram Urja Swaraj: গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সৌর, জলবিদ্যুৎ ও বায়ুর মতো নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং ড্যাশবোর্ড।

Meri Panchayat App: নাগরিকদের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি সমন্বিত m-Governance প্ল্যাটফর্ম।

ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিশেষ কর্মসূচি

* *রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান (RGSA):* ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েতী রাজ দিবস

৪৫ লক্ষেরও বেশি প্রতিনিধি ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

* *নারী-বান্ধব পঞ্চায়েত (MWFGP):* প্রতিটি জেলায় একটি করে মডেল নারী-বান্ধব পঞ্চায়েত গড়ে তোলা হচ্ছে। 'সশক্ত পঞ্চায়েত-নেত্রী অভিযান'-এর মাধ্যমে প্রায় ১.৪৯ লক্ষ নারী প্রতিনিধিকে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

* *মডেল ইউথ গ্রাম সভা (MYGS):* নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের (JNV ও EMRS স্কুল) স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা বোঝাতে মক পঞ্চায়েত সভার আয়োজন করা।

উপজাতি এলাকার জন্য PESA আইন

১৯৯৬ সালের PESA আইন ১০টি রাজ্যের তফশিলি এলাকার ৭৭,৫৬৪টি গ্রামে উপজাতিদের স্বশাসন নিশ্চিত করে। ওড়িশা ব্যতীত বাকি নয়টি রাজ্য তাদের নিজস্ব PESA নিয়মাবলী ঘোষণা করেছে। অমরকণ্টকের ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটিতে একটি 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স অন PESA' স্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র। গ্রামের ক্ষুদ্র চাহিদা থেকে শুরু করে বড় উন্নয়নমূলক কাজ—সবই এখন স্থানীয় স্তরে দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে। বর্ধিত বাজেট বরাদ্দ এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রামগুলিকে আত্মনির্ভর করে তুলছে। জাতীয় অগ্রগতির মূলে যে সশক্ত ও স্বনির্ভর গ্রামগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য, এই দিবসটি সেই সত্যকেই পুনর্প্রতিষ্ঠিত করে।

ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনায় ভারতীয় প্রতিনিধিদল ২০-২৩ এপ্রিল ওয়াশিংটন ডিসি সফরে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পারস্পরিক সুবিধাদায়ক বাণিজ্য ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী চুক্তির পরিকাঠামো নিয়ে সম্মতি প্রকাশ করে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ একটি যৌথ বিবৃতি দেয়। এই পরিকাঠামোয় বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনায় উভয় দেশের দায়বদ্ধতাকে প্রকাশ করেছিল ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই লক্ষ্যে ভারতীয় প্রতিনিধিদল অভ্যন্তরীণ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নানাবিধ বিষয়কে চূড়ান্ত করতে ওয়াশিংটন ডিসি সফর করছে। নানাবিধ ক্ষেত্র বলতে বাজারের সুযোগ, অশুল্কজাত ব্যবস্থা সমূহ, বাণিজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি প্রতিবন্ধকতা, আমদানি শুল্ক ও বাণিজ্য সুবিধা, বিনিয়োগ প্রসার, অর্থনৈতিক সুরক্ষা সংযোগ এবং ডিজিটাল বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গঠনমূলক এবং সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত এই বৈঠকে নির্ণায়ক বিষয়গুলির এগিয়ে নিয়ে যেতে সুদূরপ্রসারী আলোচনা হয়েছে। উভয় পক্ষই সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার এই গতিধারা বজায় রাখতে পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রাখতে সম্মত হয়েছে।

(৩ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রীর যাদবপুর-মন্তব্যের সমালোচনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা

মমতা। তিনি লেখেন, "জিজ্ঞেস করতে কষ্টই হল— বিখ্যাত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে এ ভাবে বর্ণনা করা যায়? এটাই কি আপনার শালীনতা এবং সৌজন্যবোধের ধারণা?" মুখ্যমন্ত্রী জানান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে মোদী সরকারই এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিংয়ে উঁচু জায়গায় রাখে। আর প্রধানমন্ত্রী সেই প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বকে খাটো করে অপমান করেছেন। মমতা লেখেন, "আপনি কি এত নীচে নেমে গিয়েছেন? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা তাঁদের মেধা দিয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। ডিগ্রি নিয়ে, বুদ্ধি নিয়ে, প্রশ্ন করার ক্ষমতা নিয়ে বেরিয়েছেন। এটা তো অরাজকতা নয়। এটাই শিক্ষা এবং এটাই শ্রেষ্ঠত্ব।"

বারুইপুরের সভায় মোদী জানান, ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেছেন, যাদবপুরের ক্যাম্পাসে হুমকির দেওয়া হয়। দেওয়ালে দেশবিরোধী কথাবার্তা লেখা হয়। ছাত্রদের মিছিলে হাঁটতে বাধ্য করা হচ্ছে। পড়াশোনা হচ্ছেই না। মোদীর কথায়, "আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে চাই। যে সরকার নিজের রাজ্যের সবচেয়ে বড় শিক্ষাকেন্দ্র বাঁচাতে পারে না, তারা রাজ্য কী বাঁচাবে!" তা নিয়ে মমতার পাল্টা, "অরাজকতার মানে হল ছাত্রছাত্রীরা যেখানে তাঁদের আওয়াজ তোলেন না। অরাজকতা হল বুলডোজ়ারকে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে ক্ষমতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা। অরাজকতা হল যখন কৃষকেরা মারা যান এবং তাঁদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায়। ধর্ষণ এবং অন্যান্য জঘন্যতম অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য মুক্ত হন।" তিনি আরও লেখেন, "অরাজকতা হল দরিদ্রদের পাওনা দিতে অস্বীকার করা। অরাজকতা হল একটি জাতিকে ধর্মান্ধ করে ভোটের জন্য ভাগ করা। অরাজকতা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতে অস্বীকার করা, জবাবদিহি করতে অস্বীকার করা এবং প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করা।

অরাজকতা হল যখন মণিপুর জ্বলছে এবং আপনারা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত।"

পরিশেষে মমতা লিখেছেন, "ছাত্র আন্দোলন গণতন্ত্রকে ভাঙে না। এটাই গতিশীল গণতন্ত্র। দয়া করে শ্রীঅরবিন্দ-সহ আমাদের জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাকে কলঙ্কিত করবেন না। দয়া করে বাংলার বদনাম করবেন না।

সিনেমার খবর

একটি যুগ নিয়ে চলে গেলেন আশা ভোসলে: মুনমুন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতে কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোসলের মৃত্যুতে দেশজুড়ে শোকের হাওয়া বইছে। বিনোদন থেকে শুরু করে গোটা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষ এ গুণী সংগীতশিল্পীর প্রতি শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। এর মধ্যেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রিয়াংকা চোপড়া, উদিত নারায়ণ, এআর রহমান, অলকা ইয়াগনিক থেকে শুরু করে অভিনেত্রী কাজল, শাহরুখ খান, প্রসেনজিৎ প্রমুখ। এবার টালিউডে বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মুনমুন সেন এ কিংবদন্তিকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করলেন। জানালেন দীর্ঘদিন কাছ থেকে দেখা তার মনের কথা।

মুনমুন বলেছেন, আমার স্বামী ভরত দেব বর্মন ত্রিপুরার রাজবাড়ির ছেলে। ওর কাকা শচীন দেব বর্মন। তার ছেলে রাহুল দেব বর্মন। অর্থাৎ ভরত আর রাহুল আত্মীয়তাসূত্রে 'তুতো' ভাই। আমরা যখনই মুম্বাইয়ে যেতাম, তখনই আমার স্বামীর জন্য রান্না করা মাছ আসত দেব বর্মন বাড়ি থেকে। তা যত্ন করে টিফিন ক্যারিয়ারে নিজের হাতে ভরে দিতেন আশাজি। এরপর একবার আশাজি এলেন কলকাতায়, আমাদের বাড়িতে। একাই এলেন।

তিনি বলেন, আমাদের বাড়িতে এসে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন গোটা বাড়ি। আমাদের বাড়িতে শচীন দেব বর্মনের ছবি সুন্দর করে সাজানো ছিল।

অভিনেত্রী বলেন, আমি কিছু বলিনি সেদিন। ওই দিন থেকে সম্পর্কটা যেন আরও গভীর, আরও আন্তরিক হয়ে গেল। ওই একটা দিনের কিছু কথা বদলে দিল আমার সম্বোধন। আমি আশাজিকে 'বউদি' বলে ডাকা শুরু করলাম। তিনি বলেন, আমার বউদি খুব সাদামাটা। খুব জ্ঞানী। সেই জ্ঞানের দৃঢ়তা কখনো-সখনো প্রকাশ পেত তার কথায় এবং তার আচরণে। বউদি সাদা শাড়ি পরতে ভালোবাসতেন খুব। সব অনুষ্ঠানে খুব সুন্দর করে শাড়ি পরতেন। ওর ফ্যাশন নিয়েও সেই সময়ে কম আলোচনা হয়নি।

আবেগঘন কণ্ঠে অভিনেত্রী বলেন, আমার অবশ্য সেসব ছাপিয়ে ওর মুখ, ওর গানের কথাই বেশি মনে পড়ছে। এই যে এত গান গেয়েছেন, সেসব সুর, যেন আঁচলে বেঁধে চলে গেলেন। সেই সুর সেই সময়কে আর তো খুঁজে পাব না। আর ফিরে পাব না আমরা কোনো দিন।

মুনমুন বলেন, আমাদের প্রায়ই দেখা হতো। মুম্বাই গেলে কিংবা বিমানে চড়ে যাতায়াতের সময়েও। একবার আশা বউদি বলেছিলেন—দুবাইয়ে আমার ভারতীয় রেস্তোরাঁ আছে। তুমি নিশ্চয়ই আসবে। 'আজ পর্যন্ত সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে পারিনি।

তিনি বলেন, তারপর লম্বা সময় আমাদের সাক্ষাৎ বন্ধ। যেদিন রাহুল চলে গেলেন, সেদিন কাকতালীয়ভাবে আমি মুম্বাইয়ে। খবর পেয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম আশা বউদির সঙ্গে। শোকস্তব্ধ বউদি যেন পাথরপ্রতিমা। কারও সঙ্গে কথা বলার মতো অবস্থাতেই নেই। সবাই আসছিলেন, দেখা করে যাচ্ছিলেন। উনি নীরবে সব দেখে যাচ্ছিলেন। যেন বাহ্যজ্ঞানরহিত! সেই শেষ দেখা আশা বউদির সঙ্গে। আজ (রোববার) সকাল থেকে খুব ব্যস্ত ছিলাম। কিছু কাজ ছিল। খবরটা শোনার পর মনে হলো– একটা যুগ নিয়ে চলে গেলেন আশা ভোসলে।

তিনি বলেন, ওর গাওয়া গান আমার মা সুচিত্রা সেনের ছবিতেও হিট। পরবর্তী সময় আমার ছবিতেও। আরও বড় ব্যাপার—সেসব গানের অনেকগুলোই রাহুল দেব বর্মন বা পঞ্চমের সুর করা। যদিও কোনো দিন সামনে বসে ওর গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

প্রেমিককে নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে জ্যাকুলিনের!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের অন্যতম আলোচিত অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ সম্পর্কে জড়িয়ে মামলার বেড়াজালে আটকা পড়েন। প্রেমিক সুকেশ চন্দ্রশেখরের চক্রের 'শিকার' দাবি করে সেই মামলা থেকে অব্যাহতির আবেদন জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। তবে দিল্লি হাইকোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে দেন। সম্প্রতি আদালতের সেই রায়ে সুকেশ চন্দ্রশেখরের জন্য স্বস্তি মিললেও এ অধ্যায় পানি কতদূর গড়ায়, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

২০০ কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতি মামলায় অভিনেত্রীর প্রেমিক অভিযুক্ত সুকেশ চন্দ্রশেখরকে জামিন দিয়েছেন দিল্লির একটি আদালত। ৭ এপ্রিল আদালতের পক্ষ থেকে জানানো হয়—বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশি কাউকে আটকে রাখা হলে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়।

পাঁচ লাখ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড জমা দেওয়ার শর্তে সুকেশ চন্দ্রশেখরের জামিন মঞ্জুর করা হয়। তবে জামিন পেলেও এখনই কারাগার থেকে মুক্তি মিলছে না সুকেশ চন্দ্রশেখরের। তার বিরুদ্ধে ৩১টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। যার মধ্যে ২৬ মামলায় জামিন পেলেও এখনো পাঁচ মামলার বিচার ও আটকাদেশ বহাল রয়েছে।

এদিকে তদন্তকারী সংস্থাগুলোর মতে, সুকেশের এ প্রতারণা চক্রের জাল ছিল সুদূরপ্রসারী। বছরের পর বছর ধরে তদন্ত চললেও তার অপরাধের পরিধি নিয়ে এখনো নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে।

অন্যদিকে অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের প্রেমিক কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির মামলায় জেলে থাকলেও তার প্রেমে ভাটা পড়েনি। জেল থেকেই প্রেয়সী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের জন্য প্রেমের বার্তা পাঠান সুকেশ চন্দ্রশেখর। এর পাশাপাশি তিনি দামি উপহারও পাঠান। অবশেষে সেই আলোচিত প্রেমিকের মনের বাসনা পূরণ হতে চলেছে। আর মাত্র পাঁচটি মামলায় জামিন পেলেই মুক্তি মিলবে সুকেশ চন্দ্রশেখরের।

জীবনসঙ্গী চায়নি বিদ্যা বালান, তবুও কেন বিয়ে করলেন জানালেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান একজন অত্যন্ত শক্তিশালী নারী প্রধান চরিত্রের প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত। তার সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলোর মধ্যে তেমনটিই দেখা যায়। ২০২৪ সালে 'ভুল ভুলাইয়া ৩' বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়েছে।

বর্তমান প্রজন্মের মেয়েরা বিয়েতে অনীহা প্রকাশ করেন কেন? এর নেপথ্যে কারণ কী সে কথাও জানিয়েছেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বিদ্যা বালান বলেছেন, জীবনের একটা পর্যায়ে এসে তিনিও তেমনটিই মনে করতেন। একসময় তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বিয়ে নারীদের ঘরোয়া করে দেয়।

বিদ্যা বালান বলেন, আমি কোনো দিন জীবনসঙ্গী চাইনি। কারণ আমার মনে হতো— বিয়ে করলে নারীদের স্বাধীনতা হারিয়ে যায়। তারা ভীষণভাবে ঘরোয়া হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, আমি প্রেম-ভালোবাসায় থাকতে চাইতাম। কিন্তু সাতপাকে বাঁধা পড়ার ইচ্ছে হতো না। তবে সিদ্ধার্থের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আমার সেই ধারণা বদলে যায়। সিদ্ধার্থের সঙ্গে সম্পর্কটা তার কাছে কেবল আইনি বন্ধন নয়; বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধার একটি জায়গা বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

অনেকেই মনে করেন, এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়াটা বেশ ঝক্কির। যেহেতু মেয়েদের নিজের বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে গিয়ে থাকতে হয়, সে ক্ষেত্রে অদৃশ্য কিছু নিয়ম, দায়দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই তাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। তাই বিয়ের পর নারীরা অদ্ভুতভাবেই সংসারী হয়ে পড়েন। আপনি চাইলেও এমন অনেক কিছু করতে পারেন না, যা অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সহজেই করতে পারেন। হয়তো সে কারণেই বিয়ের প্রতি অনীহা জন্মাচ্ছে নারীদের।

ওয়াংখেড়েতে দাপট সঞ্জুর, আকিলের বোলিংয়ে উজ্জ্বল সিএসকে!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে শেষ কবে এতটা অসহায় লেগেছে মুম্বইকে, মনে পড়ছে না। না মনে পড়ারই কথা। ৫ বারের চ্যাম্পিয়ন, আইপিএল ইতিহাসের সবথেকে সফলতম দল, ক্রমাগত সাধারণ থেকে অসাধারণ খেলোয়াড় বানানোর দায়িত্ব নিয়ে চলেছে প্রতি বছর কিন্তু আজ ? ১০৩ রানে হার ? এই লজ্জা লুকোবে কোথায় মুম্বই ? অখ্যাত 'আকিল হুসেন' নিজের হাতে ধ্বংস করে দিলেন মুম্বইয়ের স্বপ্ন ? ২০৮ তাড়া করতে গিয়ে ১৯ ওভারে ১০০ রান তুলতে গিয়ে হিমশিম খেল মুম্বই ? এও কী সম্ভব ?

টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুম্বই ক্যাপ্টেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। আজ যে দুজনের মাঠে নামা নিয়ে এত কথা উঠেছিল, এত সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, সেসব কিছুই হল না। রোহিত ও ধোনি কেউই মাঠে নামলেন না। এরফলে আরও অপেক্ষা বাড়ল সমর্থকদের। ব্যাটে নেমে আজও ব্যর্থ অধিনায়ক ঋতুরাজ। করলেন মাত্র ২২ । ৮ বলে ১৪ করলেন সরফরাজ। শিবম দুবে থেকে ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, বড় রান কেউই করতে পারলেন না। ৭ বলে ১৫ রানে অপরাজিত রইলেন জেমি ওভারটন। কিন্তু যাঁর কথা না বললেই নয়, তিনি সঞ্জু স্যামসন। এই নিয়ে চলতি আইপিএলে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি করে ফেললেন সঞ্জু। চার ম্যাচ আগেই এসেছিল সেঞ্চুরি। আজ আবার। এই কথা বললে কোনও দ্বিধা নেই যে, চেন্নাই জলের দামে শরবত নয়, পান্তা ভাতের দামে বিরিয়ানি পেয়ে গিয়েছে। বিশ্বকাপের শেষ তিন ম্যাচ থেকে আইপিএল, রবীন্দ্র জাদেজার বদলে ৩১ বছর বয়সী সঞ্জুকে দলে নিয়ে যে চমক দেখিয়েছিল সিএসকে, কেউ কেউ ২০১৩-১৪র সেই কুখ্যাত সময়ের 'রিস্কের' তুলনা করতেই পারেন। শেষ বলে ছুঁলেন শতকের মাইলফলক, তারপরেই চিরাচরিত হেলমেট খুলে সেলিব্রেশন। এমনকি ডাগআউটে ফেরার সময় তাঁকে অভিবাদন জানালেন সূর্যকুমার যাদব। ২০ ওভারে ২০৭ করল চেন্নাই।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই উইকেট হারাতে শুরু করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। একসময় ১১ রানে ৩ উইকেট চলে গিয়েছিল মুম্বইয়ের। আকিল হুসেন থেকে নূর আহমেদ, চেন্নাইয়ের হয়ে হলুদ জার্সিতে সোনা ফলালেন দুজনেই। একসময় পাল্টা লড়াই শুরু করেছিলেন সূর্য ও তিলক কিন্তু দুই ওভারের মধ্যেই আউট হয়ে গেলেন দুইজন ফলে বিপদ আরও বাড়ল মুম্বইয়ের। আজ ভাল বোলিং করলেন মুকেশ চৌধুরীও । ৪ ওভার বল করে ৩১ রান দিয়ে ১ উইকেট নিলেন মুকেশ। গতকাল মা মারা গিয়েছেন মুকেশের। আজ দলে যোগ দিয়েছেন মুকেশ। কিন্তু একবারের জন্যও তাঁকে দেখে মনে হয়নি, ব্যক্তিগত জীবনে কী ঝড় চলছে তাঁর ! ৮৪ রানে ৪ উইকেট থেকে ২০ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলল মুম্বই। ১০৪ রানে অল আউট হয়ে গেল রোহিতের ছেলেরা। ১০৩ রানে জিতে শেষ চারের আশা জিইয়ে রাখল সিএসকে।

এই আইপিএলে এর আগে শোচনীয় অবস্থা ছিল চেন্নাইয়ের। আজ জিতে ৩ জয় সহ ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের পঞ্চম স্থান অধিকার করল চেন্নাই। এর আগেও এমন জায়গা থেকে কামব্যাক করেছে সিএসকে। এবারেও একই কামব্যাক আশা করছেন হলুদ জার্সির সমর্থকরা।

ম্যাচ চলাকালে মোবাইল ব্যবহার, শাস্তির মুখে রাজস্থান ম্যানেজার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস শিবির। ম্যাচ চলাকালে ডাগআউটে মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে দলের টিম ম্যানেজার রোমি ভিন্দরের বিরুদ্ধে।

গুয়াহাটিতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ম্যাচ চলাকালে টেলিভিশন ক্যামেরায় দেখা যায়, ডাগআউটে বসে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন ভিন্দর। তার পাশেই ছিলেন তরুণ ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশী। পরে বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় ব্যাপক সমালোচনা।

পরবর্তীতে তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে, ম্যাচ চলাকালীন ডাগআউটে ফোন ব্যবহার করে তিনি লিগের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। বিসিসিআইয়ের দুর্নীতিবিরোধী নীতিমালা অনুযায়ী, ডাগআউট এলাকা উচ্চ-নিরাপত্তা অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত এবং সেখানে মোবাইল ফোন ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে ড্রেসিংরুমে সীমিত ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও ডাগআউটে তা অনুমোদিত নয়।

বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা জানান, বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত হলেও এটি স্পষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সতর্কবার্তা থেকে শুরু করে ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত যেকোনো শাস্তি হতে পারে।

ঘটনাটি আরও গুরুত্ব পায় যখন ম্যাচ-পরবর্তী প্রেজেন্টেশনে বৈভব সূর্যবংশী ভিন্দরকে নিজের স্থানীয় অভিভাবক হিসেবে উল্লেখ করেন। এতে তার ভূমিকা নিয়ে অতিরিক্ত নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এদিকে সাবেক আইপিএল কমিশনার ললিত মোদি বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুর্নীতিবিরোধী ইউনিট ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু করার প্রস্তুতি নিয়েছে। তদন্ত শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

নতুন ভূমিকায় রিয়ালে ফিরছেন টনি ক্রুস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্প্যানিশ লা লিগায় ঘরের মাঠে জিরোনার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে পয়েন্ট হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এতে শিরোপা পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে বড় ধাক্কাই খেল আলভারো আরবেলোয়ার দল।

এমন পরিস্থিতিতে রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাবের কিংবদন্তি টনি ক্রুসকে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবে খেলোয়াড় হিসেবে নয়, যদিও অনেক ভক্তই তাকে দলে ফেরাতে আগ্রহী। ক্লাবটি সাবেক এই মিডফিল্ডারকে কোনো সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট বা উচ্চপদস্থ পদে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি বিবেচনা করছে।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে এক বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের পর ২০২৪ সালে পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নেওয়া এই জার্মান মিডফিল্ডার এখনও ক্লাবের কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাননি।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম দিয়ারিও এএস-এর তথ্য অনুযায়ী, রিয়াল মাদ্রিদ টনি ক্রুসকে ক্লাবের ম্যানেজমেন্ট কিংবা উচ্চপদস্থ পদে ফিরিয়ে আনছে। ২০১৪ সালে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে লস ব্লাঙ্কোসে যোগ দেওয়ার পর ক্রুস এক দশক ধরে ক্লাবটির হয়ে খেলেছেন এবং পাঁচটি উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ, চারটি লা লিগা শিরোপাসহ একাধিক ঘরোয়া ট্রফি জিতেছেন।

মাঠে তার নিখুঁত পাস, কৌশলগত বুদ্ধিমত্তা এবং নেতৃত্বের জন্য সুপরিচিত এই ৩৬ বছর বয়সী খেলোয়াড় ক্লাবের কয়েকটি সফলতম দলের অন্যতম ভিত্তি ছিলেন। গত বছর বার্নাব্যুতে তার আবেগঘন বিদায়ী ম্যাচটি ভক্ত এবং সতীর্থ উভয়ের কাছ থেকেই ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিল।

যদিও কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের খবর পাওয়া যায়নি, তবে অভ্যন্তরীণ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মাঠের বাইরের দায়িত্বে জার্মানের গভীর ফুটবল জ্ঞান এবং ক্লাবের সংস্কৃতি সম্পর্কে তার বোঝাপড়াকে কাজে লাগাতে রিয়াল মাদ্রিদ আগ্রহী।

অবসরের পর থেকে ক্রুস মূলত প্রচারের আড়ালেই রয়েছেন। তিনি মাঝে মাঝে ফুটবল সংক্রান্ত বিষয়ে মন্তব্য করলেও, এখন পর্যন্ত কোচিং বা নির্বাহী পদে যোগ দেওয়ার কোনো তাৎক্ষণিক লক্ষণ দেখাননি। এরপর কী হয় এবং এই সাবেক খেলোয়াড় কখন ক্লাবে ফিরবেন, তা সময়ই বলে দেবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR